দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা

॥ মনির হোসেন ॥

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিগগিরই শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা সংশোধন করতে যাচ্ছে। নতুন নিয়োগমালা অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এসএইচকে সাদেক 'সংবাদ'সহ কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে গতকাল রোববার আলাপকালে একথা জানিয়েছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উদ্বেগ-জনকভাবে নিচে নেমে যাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। মন্ত্রী জানান, এক্ষেত্রে বিভিন্ন মহল থেকে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষকতা পেশায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে গিয়ে মহিলা শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কম নির্ধারণ করায় এক ধরনের বৈষম্য

চিন্তা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

চিন্তা ঃ শিক্ষক নিয়োগের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৬০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া মহিলাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয় এসএসসি পাস। পক্ষান্তরে পুরুষদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এইচএসসি পাস এবং সঙ্গে পিটিআই হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ অথবা স্নাতক উত্তীর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে মত দেয়া হয় যে, এসএসসি পাস মহিলা শিক্ষকদের সিংহভাগই প্রাথমিক শিক্ষার্থী, বিশেষ করে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষাদানের সময় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। এছাড়া এইচএসসি পাসের নিচের কোন পুরুষ যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে অক্ষম হন তাহলে এসএসসি পাস মহিলা কি করে একই কাজে সমর্থ হবেন এ নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের জন্য স্থাপিত পিটিআই-গুলোতে এসএসসি পাস এমনকি এইচএসসি পাস শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পারফর্মেন্সও সন্তোষজনক নয় বলে বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়।

এসএইচকে সাদেক জানান, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনটি উপায় নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। এর একটি হচ্ছে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি না থাকলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হবে না। এক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের পরবর্তীকালে আকর্ষণীয় পদোন্নতির ব্যবস্থা রাখা হবে। অপরটি হচ্ছে মহিলা এবং পুরুষদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমতা আনার লক্ষ্যে উভয়ের জন্যেই ন্যূনতম যোগ্যতা এইচএসসি করা। তৃতীয় উপায়টি হচ্ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা বর্তমানের মত এসএসসি পাস রেখেই চাকরিরত অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইচএসসি পাসের শর্ত জুড়ে দেয়া। এক্ষেত্রে একজন এসএসসি পাস মহিলা শিক্ষককে চাকরি পাওয়ার ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে এইচএসসি পাস করতে হবে। এইচএসসি পাস না করা পর্যন্ত স্থায়ী নিয়োগপত্র দেয়া হবে না। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এইচএসসি পাস করতে ব্যর্থ হলে চাকরি বাতিল করা হতে পারে। তিনটি উপায়ের ক্ষেত্রেই মহিলাদের ৬০ শতাংশ কোটা বহাল থাকবে। তবে তৃতীয় উপায়ের খারাপ দিক সম্পর্কে মতপ্রকাশ করা হয় যে, এসএসসি পাস মহিলা চাকরি পাওয়ার পর সেটি স্থায়ী করার জন্য যেনতেন উপায়ে এইচএসসি পাস করার হুজুগ সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মন্ত্রী জানান, শিগগিরই মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সে বৈঠকেই বিষয়টি চূড়ান্ত করা হতে পারে।